সংঘ-সমিতি(Association)

মানব সামাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম সংঘ। এটি সমাজে অবস্থিত এক বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী। গোষ্ঠী সৃষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ তারা তিন ধরনের উপায় অবলম্বন করে। উপায়গুলি হল ঃ ১) যে যার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগী হতে পারে। ২) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতার মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করতে পারে, ৩) আবার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমাজস্থ একদল মানুষ সমবেতভাবে সচেষ্ট হতে পারে এবং এই তৃতীয় উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রেই সংঘ গড়ে ওঠে।

এই তৃতীয় পদ্ধতি যাকে আমরা সহযোগিতামূলক ক্রিয়া বলি, তা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এই সমবেত প্রচেষ্টা সম্প্রদায়ের আচারের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে, যেমন চাষীরা চাষের সময় পরস্পরকে সাহায্য করে। অপরপক্ষে, একটি গোষ্ঠী কতকগুলি স্বার্থসিদ্ধির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যখন সমবেতভাবে কাজ করার জন্য নিজেদের সংগঠিত করে তখনই সংঘের বা সমিতির উৎপত্তি হয়। তাই বলা যায় অভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুসংগঠিত গোষ্ঠীকেই সংঘ বা সমিতি বলে। ধরা যাক, পথের ধারে দাঁড়িয়ে জনতা একটি বাড়ি পুড়ে যাওয়া দেখছে। এখানে তাদের সকলের স্বার্থ কে বলে তারা একই জায়গায় সমবেত হয়েছে। কিন্তু তাদের সংঘ বলা যাবে না, কারণ তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এই জনতাই যদি মনে করে যে, তারা সমবেতভাবে সহযোগিতা করে বাড়িটির আগুন নেভাবে তখন তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং উক্ত জনসমষ্টিকে তখন সংঘ বা সমিতি বলা যাবে।

এক বা একাধিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যখন কিছু সংখ্যক মানুষ স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোন দল গঠন করে, তখন তাকে বলা হয় সংঘ বা সমিতি। ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংঘ-সমিতি বলতে বোঝায় এমন এক জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জিসবার্টও একইভাবে বলেছেন, 'সংঘ-সমিতি হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যেখানে একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্যরা মিলিত হয়। অধ্যাপক জিনসবার্গের মতে সংঘ হল নির্দিষ্ট কোন বা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সংগঠন।

সংঘের প্রকৃতিঃ সংঘ বলতে সাধারণতঃ একটি সংগঠনকে বোঝায়। এই সংগঠনের সভ্য সংখ্যার ব্যাপারে কোন সীমা থাকে না। সংঘ ক্ষুদ্রাকৃতিও হতে পারে, আবার বৃহদাকৃতিও হতে পারে। কেবল দুই বন্ধুর অংশীদারী কারবারও একটি সংঘ। আবার আর্ন্তজাতিক কোন সংগঠন একটি বৃহৎ সংঘের উদাহরণ। সংঘ গঠনের জন্য ভৌগোলিকভাবে একত্রে বা কাছাকাছি বসবাস করতে হবে এমন কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নেই। একটি সংঘের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যের সংখ্যা যাই হোক না কেন, সকল সদস্যের উদ্দেশ্য সমজাতীয় হয়। তা ছাড়া সংঘের উদ্দেশ্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। আর তাই সংঘ একটি স্থায়ী সংগঠন হিসাবে গণ্য হয়। আর এই কারণে কোন পিকনিক পার্টি সংঘ হিসাবে পরিগণিত হয় না। সংঘের সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

সমাজ ও সংঘ ঃ

সংঘের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও সংঘের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

১) উৎপত্তির বিচারে সমাজ পূর্বে, সংঘ পরে। সংঘ সমাজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকেই সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে সংঘ সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। যখন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ নিজেদের সংগঠিত করতে শিখেছে, তখনই সংঘের সৃষ্টি হয়েছে।

২) সমাজ সংগঠিত বা অসংগঠিত প্রকৃতির হতে পারে। সংঘ কিন্তু সর্বদাই সংগঠিত। অসংগঠিত সংঘ একটি স্ববিরোধী ধারণা। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য সংঘের সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে, সমাজের বিষয়বস্তু হল সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহু ও বিভিন্ন সম্পর্কের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ বিন্যাস। সমাজের অর্ন্তভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক একটি শিথিল প্রকৃতির সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে।

৩) মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সমাজের সৃষ্টি। এই কারণে সমাজের উদ্দেশ্য হল মানুষের সাধারণ ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। অপরপক্ষে কোন কোন বা বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংঘ গঠিত হয়। যেমন মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠন গুলি সদস্যদের জীবন ধারার কেবল ধর্মের দিকটি ছাড়া অন্য কোন দিকে নজর দেয় না।

৪) সমাজ একটি স্থায়ী সংস্থা। অপরপক্ষে সংঘ একটি অস্থায়ী সংস্থা। পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টির লগ্নেই তৈরী হয়েছে সমাজ। আবার মানব জাতির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে সমাজও ততদিন থাকবে। কিন্তু সংঘের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। যে উদ্দেশ্যে সংঘ গঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য পরপূরিত হয়ে গেলে সংঘের আর অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে অর্থাৎ সংঘ অবলুপ্ত হয়।

৫) প্রকৃতিগত বিচারে সমাজ হল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। সমাজ সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবে। অপরদিকে সংঘ হল কৃত্রিম প্রকৃতির। নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষের সংঘ গড়ে ওঠে।

৬) সমাজ হল সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহু ও বিচিত্র সম্পর্কের এক জটিল জটাজাল। কিন্তু সংঘ একটি সংগঠিত মানবগোষ্ঠী ভিন্ন কিছু নয়।

৭) সমাজের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। কোন স্বাভাবিক মানুষ সমাজের বাইরে বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধভাবে মানুষকে বসবাস করতে হয়। এই কারণে সমাজের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক, মানুষের ইচ্ছা-নির্ভর নয়। কিন্তু সংঘের সদস্যপদ নেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন বিষয়। ব্যক্তি কোন একটি সংঘের সদস্য হতে পারে আবার নাও পারে। কোন একটি সংঘের সদস্য না হয়েও যে-কোন ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে। ফলে কোন সংঘের সদস্য হওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন। তবে রাষ্ট্র ও পরিবার নামক দুটি সংঘের ক্ষেত্রে সদস্য হওয়ার বিষয়টি সেই অর্থে স্বচ্ছাধীন নয়।

সম্প্রদায় ও সংঘ ঃ

সংঘ ও সম্প্রদায় হল মানব জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। উভয়ের কার্যকলাপ মানব-জীবনকে নিয়ে আবর্তিত হয়। তাই এইদিক থেকে বিচার করলে সংঘ ও সম্প্রদায় এই দুটি ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘ ও সম্প্রদায়কে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। সংঘ ও সম্প্রদায় হল দুটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থা। এদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি এখন আমার দেখে নিতে পারি।

১) সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য বর্তমান। একটি সম্প্রদায়ের পরিধি একটি সংঘের পরিধির তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। বস্তুতঃ সংঘ হল সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত একটি সংস্থাবিশেষ। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক সংঘ থাকতে পারে। আবার সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সংঘও থাকতে পারে।

২) সম্প্রদায় অত্যাবশ্যক উপাদান হিসাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সম্প্রদায়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সম্পর্ক ওতপ্রতোভাবে জড়িত। কিন্তু সংঘ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে আবার নাও পারে। বা বলা যায় সংঘ অঞ্চলভিত্তিক হতে পারে আবার নাও পারে। সংঘের ক্ষেত্র ভৌগলিক নৈকট্য কোন উপাদান হিসাবে গণ্য হয় না।

৩) সংঘ গঠিত হয় কোন একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য। উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সেভাবে নির্দিষ্ট নয়। সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তি তার জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ তার সমগ্র জীবন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে খুঁজে পায়। ব্যক্তি তার সামাজিক সম্পর্ককে সম্প্রদায়ের মধ্যে যাপন করতে পারে।

৪) সমাজতত্ত্ববিদ্ টনিজ - এর মতানুসারে সম্প্রদায় হল এমন একটি সংস্থা যা গড়ে ওঠে সমচেতনা বা একত্ববোধের ভিত্তিতে এবং স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অপরপক্ষে মানুষ সংঘ গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছায়। তাই বলা যায় সংঘ হল স্বেচ্ছা-সৃষ্টি। মানুষ কতিপয় স্বার্থ পরিপূরণের জন্য সুচিন্তিতভাবে সংঘ সৃষ্টি করে। এদিক থেকে বিচার করলে সম্প্রদায় হল স্বাভাবিক, কিন্তু সংঘ হল কৃত্রিম।

৫)সম্প্রদায়ের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হল ‘সম্প্রদায়গত মানসিকতা’। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ‘আমরা-বোধ’ যদি না থাকে তাহলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি অপরিহার্য নয়।

৬) সামাজিক সংস্থা হিসাবে সকল সম্প্রদায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু সম্প্রদায়ের মত সংঘের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংঘগুলি পরস্পরের পরস্পরের প্রতি নির্ভশীলতার ভিত্তিতে টিকে আছে। প্রকৃতপক্ষে, সংঘ সৃষ্টি করা হয় একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই উদ্দেশ্যগুলি কোনটিই পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, বরং সেগুলি পরস্পর নির্ভরশীল।

৭) উদ্দেশ্যগত বিচারেও সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংঘ হল এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। কিন্তু সম্প্রদায় উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছাড়াও নিজেই একটি উদ্দেশ্য।

৮) একজন ব্যক্তি একই সময় একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারে। বস্তুতঃ ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সংঘের সদস্য হওয়া দরকারও বটে। তাই ব্যক্তি সাধারণতঃ বিভিন্ন সংঘের সদস্যপদ গ্রহণও করে। কারণ ব্যক্তির নানারকমের উদ্দেশ্য থাকে। সেই বহুমুখী উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন সংঘের সদস্য হতে হয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের সমগ্র জীবন পরিপূর্ণরূপে অতিবাহিত করতে হয়। এই কারণে ব্যক্তি একই সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

৯) ব্যক্তি কোন সংঘের সদস্য হতে পার আবার নাও পারে। এব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু একটি সম্প্রদায়ে বসবাস করে তাই সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুতঃ আমরা জন্মগতভাবে একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। আমরা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি। অপরপক্ষে আমরা একটি সংঘের সদস্য বা সভ্য হই।

১০) সম্প্রদায় হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী। এই সামাজিক গোষ্ঠী স্থায়ী প্রকৃতির। সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একটি স্বাজাত্যবোধ পোষণ করে। এর সদস্যরা বিশেষ কোন স্বার্থের অংশীদার নন। সাধারণ জীবনের প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অংশীদার হিসাবে তাঁর সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত থাকেন। অপরপক্ষে সংঘ হল এমন এক জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়ে তোলা হয়। সুতরাং স্থায়িত্বের দিক বিচার করলে সংঘ সম্প্রদায়ের সমকক্ষ নয়।

১১) সম্প্রদায় পরিচালিত হয় সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে। কিন্তু সংঘের কতকগুলি লিখিত আইন ও নিয়মকানুন থাকে। সংঘ অধিকাংশক্ষেত্রে সেই নিয়মগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাছাড়া প্রতিটি সংঘের একটি করে গঠনতন্ত্র থাকে এবং এই গঠনতন্ত্র লিখিতভাবে থাকে। আর এই কারণে আইনগত দিক থেকে সংঘের একটি স্বতন্ত্র সত্তা বা মর্যদা বর্তমান।

১২) সকল সংঘই নিজের একটি পরিচালক মণ্ডলী গঠন করে। আবার তারা সংঘের প্রয়োজনীয় কার্যের সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীও নিয়োগ করে। এই সকল কর্মচারী ও পরিচালক মণ্ডলী সংঘের কাজকর্ম তদারক করেন। আর এদের মাধ্যমেই সংঘ পরিচালিত হয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এরকম কোন কর্মচারী বা পরিচালক মণ্ডলী থাকে না। কারণ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাও থাকে না।

উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য অনেক বেশী স্পষ্ট ছিল আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে। আধুনিক সভ্য সমাজের পর্যায়ভুক্ত নয় এমন সমাজব্যবস্থাতেও এই পার্থক্য পরিস্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়। আগেকার মানুষ ছিল সহজ সরল। তাদের মধ্যে সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যথেষ্ট প্রবল। তারপর সভ্য সমাজ যত বিকশিত হচ্ছে, সংঘের ধারণাও তত সঞ্চারিত হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। আধুনিক সমাজে সংঘসমূহের জনপ্রিয়তাও বিশেষভাবে বেশী। সম্প্রতিকালে সংঘের উদ্দেশ্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যত বেশী বৃদ্ধি পায় ও ব্যাপক হয়, সম্প্রদায়ের সাথে তার পার্থক্যও তত অস্পষ্ট হয়ে আসে। বর্তমানে সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্রের সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তারফলে এই সীমারেখা নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক পার্থক্য আছে। এই সমস্ত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখনও ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় সহজ সরল ও নিরীহ মানুষ বসবাস করে। আর এই বসতি সমূহ সম্প্রদায়ের জলন্ত উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি নাকি সম্প্রদায় ?

সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। যখন কোন জনগোষ্ঠী এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং মানুষের মাত্র কয়েকটি স্বার্থ বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তখন তাকে সংঘ-সমিতি বলে। আর সম্প্রদায় হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের সারাজীবন অতিবাহিত হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে তার সমস্ত উদ্দেশ্য ও স্বার্থের পূরণ ঘটে। তবে সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও এমন কিছু কিছু জনগোষ্ঠী আছে যাদের সংঘ-সমিতি নাকি সম্প্রদায় কি বলা যাবে সেটা স্পষ্ট নয়। যেমন রাষ্ট্র।

অনেক সমাজদার্শনিক রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করেন। এদের মতে, রাষ্ট্রের সদস্য তার সারাজীবন রাষ্ট্রের মধ্যে অতিবাহিত করে এবং রাষ্ট্রের মধ্যেই তাদের প্রায় সব চাহিদার পূরণ ঘটে। তাই রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি নয়, রাষ্ট্র হল সম্প্রদায়। কিন্তু ম্যাকাইভার ও পেজ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে চার্চ বা গীর্জা যে অর্থে সংঘ-সমিতি, রাষ্ট্র ও সে অর্থে সংঘ-সমিতি, সম্প্রদায় নয়। চার্চ বা গীর্জা হল ধর্মীয় সংগঠন; আর রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক সংগঠন। একথা সত্য যে চার্চ বা গীর্জা বা ক্লাব বা অন্যান্য সংঘের তুলনায় রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক। কিন্তু তাহলেও এক বা একাধিক স্বার্থের চরিতার্থতা- সংঘের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং সমগ্র জীবন যাপন করা ও সকল উদ্দেশের পরিপূরণ সম্প্রদায়ের অন্যতম এই বৈশিষ্ট্য দুটি অনুপস্থিতির কারণে চার্চ বা গীর্জার মতো রাষ্ট্রও সংঘ, সম্প্রদায় নয়।

রাষ্ট্রকে সংঘ-সমিতিরূপে গণ্য করার পক্ষে অন্তত দুটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের সদস্যরূপে ব্যক্তির সব উদ্দেশ্য চরতার্থ হয় না। রাষ্ট্র হল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উপায়। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক স্বার্থসিদ্ধি বা সমগ্র চাহিদার পরিতৃপ্তি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই সংঘের, সম্প্রদায়ের নয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য হয়। কিন্তু মানুষের সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। সাম্যবাদীরা যে রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেন, সেই ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হলেও রাষ্ট্রের সেখানে প্রয়োজন হয় না। তাই রাষ্ট্র এইসব কারণে সম্প্রদায়ের ধারণা থেকে যতটা দূরে, সংঘের ধারণা ততটা কাছে। আর তাই রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি। সম্প্রদায় নয়।

এমনকি একদলীয় সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও, সেই রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যাবে না। এর কারণ, একদলীয় শাসন বা সৈরাচারী শাসন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয় না। আর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোন জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি, সম্প্রদায় নয়।

পরিবার সংঘ-সমিতি নাকি সমপ্রদায় ?

সম্প্রদায়ের যে লক্ষণ বা উপাদান ও ভিত্তির কথা আমরা জানি তাতে করে গ্রাম, ছোট শহর, আদিবাসী জাতি বা উপজাতিকে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়। কারণ, স্বাজাত্যবোধ ও আঞ্চলিক ভিত্তি এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন বর্তমান, তেমনি এইসব জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ তার সামগ্রিক জীবন ও জীবনের যাবতীয় চাহিদার পরিপূরণ ঘটাতে পারে। কিন্তু ম্যাকাইভার এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন, যেমন পরিবার, সংঘ-সমিতি যেগুলিকে সমপ্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত করা যায় কিনা তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। এর কারণ সংঘ-সমিতি ও সমপ্রদায়ের সীমারেখায় পরিবারের অবস্থান। পরিবারকে সংঘ-সমিতি নাকি সমপ্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত করা যায় - এই আলোচনাকে আমরা দুভাবে করতে পারি।

১) আদিম সমাজের অধিবাসী, আদিবাসী সমাজ ও প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে সংঘের তুলনায় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সমগ্র জীবনযাপন ও চাহিদার পরিতৃপ্তি - সম্প্রদায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এইসবক্ষেত্রে সদস্যগণ পরিবারের মধ্যে থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বোধ পেয়ে থাকে, পরিবারের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। আবার আদিবাসীদের, প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা এতটাই সীমিত যে তা (মূলতঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) তারা পরিবারের মধ্যে থেকে পরিপূরণ করতে পারে। সুতরাং ম্যাকাইভার ও পেজ এই সব সমাজের পরিবার ও পরিবার ভিত্তিক জীবনকে সম্প্রদায় বলে অভিহিত করতে চান।

২) আদিবাসী সমাজজীবন ও প্রত্যন্ত গ্রামের পারিবারিক জীবনের তুলনায় আধুনিক সভ্যসমাজ, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবন অনেকটাই আলাদা। এই সকল পরিবারের সদস্যগণ জীবন-জটিলতার কারণে সারা জীবন পরিবারে অতিবাহিত করতে পারে না। আবার চাহিদার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের কারণে এই সকল পরিবারের সদস্যগণ তাদের সকল চাহিদার পরিপূরণ ঘটাতে পারে না। যৌন আকাঙ্খা, সন্তান লালন-পালন, বন্ধুত্ব ও আশ্রয় - এই সকল মাত্র কয়েকটি চাহিদার পূরণ ঘটে। এই সকল চাহিদা কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ চাহিদা হতে পারে না। আর তাই এই সকল পরিবার জীবনে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান থাকে না।

সুতরাং আধুনিক সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে পরিবার সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু সংঘ-সমিতির বৈশিষ্ট্যগুলি এক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে, যেমন কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ এবং এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার ফলে সভ্য সমাজেও বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে পরিবার সংঘ-সমিতি বলে বিবেচিত হয়।

তবে আধুনিক সমাজে পরিবার বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে সংঘ-সমিতি বলে গণ্য হলেও, শিশুদের কাছে পরিবার কিন্তু সংঘ-সমিতি বলে গণ্য হবে না। কারণ আধুনিক সমাজেও পরিবার শিশুদের কাছে সম্প্রদায়। এর কারণ শিশুর চাহিদা মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকে বড়দের সযত্ন দৃষ্টি, আহার, আরাম-যত্ন, বাসস্থান, নিরাপত্তা প্রভৃতির মধ্যে। এই সব চাহিদার পরিপূরণ শিশু পরিবারের মধ্যেই করতে পারে। তাই ম্যাকাইভার বলেন, শিশুর কাছে পরিবার প্রাথমিকভাবে সম্প্রদায় যা তার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্তির পথ প্রশস্ত করে।

মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদীরা সংঘ-সমিতি নাকি সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত ?

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলা যায় না এরা সংঘ-সমিতি নাকি সম্প্রদায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে মঠবাসী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী বা জেলখানার কয়েদীদের কথা বলা যেতে পারে। আসলে এরা সংঘ ও সম্প্রদায়ের এমন মধ্যবর্তী সীমারেখায় অবস্থিত যার ফলে সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না এরা সংঘ না সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত। মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আজীবন বসবাস করে এবং এদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' বা 'সম্প্রদায়গত মনোভাব' - সম্প্রদায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কাজে কাজেই অনেক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, এই দুটি জনগোষ্ঠী সংঘ-সমিতি নয়, সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত।

কিন্তু আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটি অঞ্চলে বসবাস করলেও এই বসবাসের মূলে থাকে কোন কেন্দ্রিয় নির্দেশ। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির অর্ন্তভূক্তিকরণ ঘটে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আবার মঠ বা জেলখানায় সন্ন্যাসী বা কয়েদিদের সবরকম চাহিদার পরিপূরণও ঘটে না। কেবল কতিপয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। এইসব বৈশিষ্ট্য সংঘ-সমিতির। আর তাই এই সকল সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত নয়, সংঘ-সমিতির অর্ন্তভূক্ত।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ অবশ্য মঠবাসী সন্ন্যাসী অথবা জেলখানার কয়েদিদের সংঘ-সমিতি না বলে সম্প্রদায়রূপে অভিহিত করেছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে সারাজীবন অতিবাহিত করে, কজেই এদের সংঘ-সমিতি না বলে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ